সমকাল

তারিখ 29 MAY 2016 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অনলাইনে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি

প্রণবকান্তি দেব

২৬ মে থেকে শুরু হয়েছে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিযুদ্ধ। স্কুল হোক আর কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়– ভর্তি তো এখন যুদ্ধের সঙ্গেই তুলনীয়। ১১ মে এসএসসির ফল প্রকাশের পর থেকেই একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে আশা নয়; বরং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সূচনা হয়। অভিভাবকদের নিত্যনৈমিত্তিক টেনশনে যোগ হয় নতুন মাত্রা। কেননা, গত বছর থেকে চালু হওয়া অনলাইনে ভর্তি পদ্ধতিতে এখন শিক্ষার্থীরা চাইলেই যে কোনো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না। শিক্ষার্থীর স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা শতভাগ পূর্ণ হওয়ার কোনো গ্যারান্টি নেই এ পদ্ধতিতে। বরং অনেক ক্ষেত্রে আছে আশাভঙ্গের দারুণ বেদনাও।

সরকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে; 'অনলাইন ভর্তি পদ্ধতি' সে লক্ষ্য বাস্তবায়নেরই একটি পদক্ষেপ। অনলাইনে ১৫০ টাকায় ১০টি কলেজে একসঙ্গে আবেদন করা যায়। কিন্তু মোবাইল ফোন ব্যবহার করে আবেদন করতে গেলে প্রতি কলেজের জন্য ১২০ টাকা ফি দিতে হচ্ছে। তার মানে টেলিটকে ১০টি কলেজে আবেদনের ফি দাঁড়াল ১২০০ টাকা। আমাদের শহরে কিংবা নগরের বাইরে প্রান্তিক গ্রামগুলোর কথা ভাবি, যেখানে ইন্টারনেট সুবিধা শহরের মতো নয় কিংবা লোডশেডিং যেখানে জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে, সেখানকার একজন শিক্ষার্থীর জন্য মোবাইল ফোনে ভর্তি আবেদন কতটুকু কষ্টসাধ্য তা কি আমাদের বিবেচনায় আছে কিংবা ছিল? আমার মাথায় আসে না– দুই মাধ্যমে আবেদনে এত বড় অর্থনৈতিক ব্যবধান কেন?

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি কলেজই ভর্তির জন্য নিজের মতো যোগ্যতা অর্থাৎ জিপিএ নির্ধারণ করে দিচ্ছে। কিন্তু বোর্ড ঠিক কোন বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে একজন শিক্ষার্থীর কলেজ নির্ধারণ করবে- সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। ফল, পছন্দ, কলেজের আসন সংখ্যা, গ্রাম/শহর... ইত্যাদি নানা সমীকরণ রয়েছে। গত বছর দেখা গেল, অনেক নামিদামি কলেজে আসন খালি অথচ পছন্দ দিয়েও শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পায়নি। এবার বলা হয়েছে, একসঙ্গে দশটি কলেজের পছন্দক্রম দিতে হবে। তার মানে একজন শিক্ষার্থী কিংবা অভিভাবককে দশটি কলেজের তথ্য যেমন- ভর্তি ফি, বেতন, পড়াশোনার মান ইত্যাদি ভালোভাবে জানতে হচ্ছে। আমার শঙ্কা জাগে, একজন গ্রামের শিক্ষার্থী কিংবা একজন সাধারণ প্রান্তিক অভিভাবকের জন্য এ কাজটি খুব সহজসাধ্য হবে না। তা ছাড়া একজন শিক্ষার্থী যদি ৫ম/৬ষ্ঠ কিংবা সপ্তম অথবা দশম পছন্দের কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়, সেটি তার বাসা/বাড়ি থেকে মাইলের পর মাইল দূরে অবস্থিত হলে সে বিপত্তির সমাধান কী– সেটাও কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করেনি। হতে পারে 'ট্রান্সফার', কিন্তু ওই কলেজে যদি আসন খালি না থাকে?

তা ছাড়া নামসর্বস্ব কিছু কলেজ ও অসাধু ব্যবসায়ীদের যোগসূত্রতায় জমে ওঠে কলেজ কোড এবং ইআইএন ব্যবসাও। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া মনিটরিংয়ের জন্য শিক্ষা বোর্ডগুলোর ব্যবস্থা নেই।

আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয়, কলেজগুলোর ভর্তি ফি কিংবা বেতন নির্ধারণে সরকারের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে। এ সুযোগে কলেজগুলো কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই ইচ্ছেমতো ফি আদায় করে নিচ্ছে। ফলে যে শিক্ষার্থী তার সাধ ও সাধ্যের মধ্যে পছন্দের কলেজ পায় না, তাকে পড়তে হয় নতুন বিপাকে। সরকার হয়তো মুখে বলে এবং প্রচার করে– ভর্তি ফি নির্ধারণ করে দেয়, কিন্তু মাঠের খবর তো কেউ রাখে না।

সব মিলিয়ে, 'অনলাইন ভর্তি পদ্ধতি'র ভালো-মন্দ দুই-ই রয়েছে। এতে আর যা-ই হোক, ভুঁইফোড় কিছু কলেজ যেগুলো সাধারণত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থতার কাতারে থাকত, এর ফলে সেসব কলেজেও কিছু শিক্ষার্থী জুটবে। তবে আমার মনে হয়, পুরো বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আরও সচেতনতা প্রয়োজন।

সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি